ইতালীতে রেনেসাঁসের সূচনা :-

ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ছিল পরিবর্তনের যুগ। এই যুগে ঘটে যাওয়া নবজাগরণ বিখ্যাত হয়ে আছে এবং তা ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ছিল উল্লেখযোগ্য। বস্তুত নবজাগরণের প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল ইতালীতে। আর এই ইতালীর নবজাগরণকে কেন্দ্র করে ইউরোপ আবার বুদ্ধি বিভাসিত হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল ইতালীতে রেনেসাঁস কেন হয়?

কারন হিসাবে দেখা যায় 1453 খ্রীঃ-এ অটোমান তুর্কিদের দ্বারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল-এর পতন ঘটায় সেখানকার অধিবেত্তা জ্ঞানী গুনি ব্যক্তিরা তাঁদের পান্ডুলিপি নিয়ে ইতালীর ফ্লোরেন্সে এসে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। আর তাঁদের সংস্পর্শে এসে সাধারন মানুষের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগের ধ্রুপদি জ্ঞানচর্চা অর্থাৎ নতুন চিন্তার স্পন্দন, নতুন জ্ঞানের আকুতি, মানবতাবাদী প্রবনতা

Scanned by CamScanner

এবং অতীত যুগের অনুসন্ধিৎসু মন তৈরী হওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইটালীতে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবজাগরনের গতি ত্বরান্বিত হতে থাকে।

আরো দেখা যায় যে, বিভিন্ন পুরানো গ্রন্থাগারগুলির অধ্যক্ষের প্রচেষ্টায়, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অভিজাত শ্রেনীর সহযোগীতায় ইটালীতে প্রাচীন ইতিহাস চর্চার কাজ শুরু হয়েছিল। যা ইটালীর নবজাগরনের প্রসারে সাহায্য করেছিল। ~~এছাড়া ইটালীর নবজাগরনের প্রসারে সাহায্য করেছিল~~। এছাড়া ইটালীদের রেনেসাঁসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লরেন-সো-মেডিচি, মাইকেল এঞ্জেলো, লিও-নার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রমুখের বিশিষ্ট অবদান আছে।

এছাড়া বানিজ্যে উন্নত স্বাধীন নগরগুলো ও ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ইটালীতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জনসাধারনের মধ্যে নতুন শিক্ষার আলো বিতরনের ফলে ইটালীতে নবজাগরনের পটভূমিকা রচিত হতে থাকে। কোপারনিকাস, টাইকোব্রাহে, গ্যালেলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এইসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়ে

Scanned by CamScanner

ইটালীর রেনেসাঁসকে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত করেছিল।

সুতরাং বলা যায় যে, ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইটালীতে রেনেসাঁসের পটভূমি রচনার জন্য উপযুক্ত পরিমান উপাদান পাওয়া যাওয়ায় ইটালীতে প্রথম রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল। যা আজও ইউরোপের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

CC-8

ইটালীয় রেনেসাঁসের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:-

আলোচনা করো। (5)

ইটালীর রেনেসাঁসে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একাধিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছিল। ইটালীর রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের নতুন আগ্রহ জাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে দিয়ে মানব সমাজে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইটালীর রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছিল উন্নততর।

ইটালীতে রেনেসাঁস যুগে বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হল 1489 সালে নির্মিত ফ্লোরেন্সে "Pallazzo Storozzi" বাড়ি এবং 1599 সালে নির্মিত লরেন্সিয়ান লাইব্রেরী। বাড়িটিতে আলো আঁধারের ব্যবস্থা, চৌকো জানালা এবং অলংকৃত

কার্নিস ছিল। যা ছিল বাড়িটির নতুনত্ব এবং রেনেসাঁস যুগের অবিস্মরণীয় কীর্তি। আবার লরেন্সিয়ান লাইব্রেরীর সিঁড়ির গঠন শৈলী ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার শিল্পী হিসাবে ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল চার্চ এবং "Pazzi chapel" বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলিতে পাথরের বিভিন্ন খোদ দ্বারা কয়েকটি স্তরে ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা এবং ডোমের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। এছাড়া চিমনিযুক্ত বাড়ি ও রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্য শিল্পের চরম নিদর্শন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমে তৈরী "Baroquene stoile" ছড়িয়ে গিয়েছিল ইটালীর অন্যান্য অংশে। আরো দেখা যায় "New classicism" নামে একটি নতুন স্থাপত্য চিন্তাধারার জন্ম নেওয়ায় এই পদ্ধতিতে 1678 সালে সেন্টপল ক্যাথিড্রালের বাইরে যে অলংকরন করা হয়, তা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া লিও-নার্দো-দা-ভিঞ্চি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ব্রোঞ্জ দ্বারা তৈরী ও বিভিন্ন আকারের মানব মূর্তি তৈরীতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তা স্বাভাবিক ভাবেই ইটালীর রেনেসাঁসকে উজ্জ্বল, প্রানবন্ত ও

সাবলীল করে তুলেছিল। এযুগে শিল্পীরা সোনা, রূপা ও কাঠের কাজে ও পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিল।

সুতরাং বলা যায় যে, রেনেসাঁস শিল্পীরা তাঁদের বহুমুখী দক্ষতাকে ও শিল্পের বহু মাত্রিকতাকে প্রকাশ করে ইতালীতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন তুলে ধরেছেন, যা ইতালীকে তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করেছে।

Scanned by CamScanner

মানবতাবাদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য:-

প্রসঙ্গত বলতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ। আর এই মানবতাবাদী শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার, কুসংস্কার মুক্ত সমাজের ভাবনা প্রভৃতি কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবতাবাদী শিক্ষা যে আধুনিকতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল তা অনস্বীকার্য।

ফ্রান্সিসকো গিয়ারদিনি 'History of Italy' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ইউরোপে মানবতাবাদী শিক্ষা মানুষের জীবন বোধকে এতটাই পরিবর্তন করেছিল যে, মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ গভীরভাবে দানা বেঁধে ওঠে। রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির 'The Prince' ও 'The Discourses' গ্রন্থদ্বয় স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপে এক নতুন জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। মানবতাবাদীরা জোর দিয়েছিলেন ক্যাথোলিক খ্রীষ্টানদের গোঁড়ামি ধর্মীয় ব্যবস্থা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গঠনের উপর। মানবতাবাদীরা গ্রীক ও ল্যাটিন তুলনা

সাহিত্য এবং জ্ঞানের ভেতর থেকে যুক্তি বিচার বিভূতিত এক উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে এনেছিলেন।

পেত্রার্ক এর ন্যায় মানবতাবাদীরা মানুষের নৈতিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণা প্রভৃতিকে যুক্তিসম্মত ভাবে উপস্থাপন করে সুনাগরিক গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য ইতিহাস পাঠ ও স্বাধীনতার মর্ম তুলে ধরার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মানবতাবাদীরা শাসকদের শিক্ষিত হওয়ার মধ্যে সঙ্গে বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। আসলে মানবতাবাদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল 'virtue' ও 'wisdom'-এর ধারণা, যা ভিত্তোরিনো ডে ফিলত্রে-এর লেখা থেকে বেরিয়েছে। তবে সমাজের গরীব মানুষদের প্রতি মানবতাবাদীরা উদাসীন থাকায় মানবতাবাদী শিক্ষা সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

সুতরাং বলা যায় যে, সমাজের উপর তলার অভিজাতরা প্রথমে মানবতাবাদী শিক্ষা গ্রহণ করলেও তার গরীব মানুষেরা এই শিক্ষার আঙিনার বাইরে থাকলেও সমকালীন পরিস্থিতিতে প্রচলিত দুর্নীতি গ্রস্ত সমাজ

[illegible] কাঠামো যেভাবে মানবতাবাদী শিক্ষা ভেঙে ফেলতে আঘাত করেছিল, তা ছিল বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

End.

ইউরোপীয় রেনেসাঁস :-

আধুনিক যুগের আরম্ভে চতুর্দশ শতকের ইতালীতে এবং পরে ষোড়শ শতকের পশ্চিম ইউরোপে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তাকে পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সেই ইউরোপের মানব জীবন এবং মানবিক সত্তা সম্পর্কে যে এক নতুন চেতনার প্রসার ঘটেছিল তাকে বহু ঐতিহাসিক রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালীতে নবজাগরণ প্রথম শুরু হয়েছিল।

বিখ্যাত ফরাসি ঐতিহাসিক মিশলে

রেনেসাঁস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "ফ্রান্সের ইতিহাস" গ্রন্থের সপ্তম খন্ডে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীতে যে চিন্তার উদ্দীপন ও সৃষ্টির উল্লাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার মধ্যে নিজ নবজন্মের প্রতিফলন লক্ষ্য করে লেখকে ওই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ওই যুগে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন এবং চিরাচরিত পদ্ধতিকে অর্থাৎ পুঁথি পত্রের ও হস্ত লিপি মালা পাঠের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়েছিল।

আসলে নবজাগরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধি প্রকোপকে, যার ফলে মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তোরণ সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানিক আবিষ্কার, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার, মানবতাবাদের প্রসার, মধ্য যুগের 'Pagan' বা 'অ-খ্রীষ্টান' সংস্কৃতির ধীরক ও যাজক তথা চার্চের ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের স্থলে প্রগতি ও যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প চর্চা তথা অতীত জ্ঞানের আলোকে ইউরোপকে

Scanned by CamScanner

উদ্ভাসিত করে তোলার প্রচেষ্টাকে রেঁনেসাস বা নবজাগরন আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

End

Scanned by CamScanner

মানবতাবাদ ও নতুন জীবনবোধ :—

রেনেসাঁস চিন্তনে মানবতাবাদের উদ্ভব :—

পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁস পর্যায়ে অনেকে গ্রীক ও ল্যাটিন ধ্রুপদি সাহিত্যের আদর্শে নিজেদের জীবন ধারাকে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। Unice ও Antony grafton এই জাতীয় প্রবণতাকে মানবতাবাদী প্রবণতা বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মানবতার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই ইউরোপে রেনেসাঁসের আলো প্রজ্বলিত ও প্রসারিত হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত মানবতাবাদীদের মূল বক্তব্য ছিল মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল জ্ঞান অন্বেষণের প্রবণতা।

মানবতাবাদীরা মনে করেন যে, জীব জগতে মানুষের কতকগুলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও

Scanned by CamScanner

কার্যবিধি রয়েছে। আর এই প্রবণতাকে সফল করার জন্য মানুষের উচিত মানবতাবাদী মর্যাদার ভিত্তিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীন চর্চার মাধ্যমে এক পরিকল্পনা-কর্মসূচী গ্রহণ করা। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পেত্রার্ক এবং তার অনুগামীরা পান্ডুলিপি উদ্ধার করে সেগুলি নকল করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেন। তার মৃত্যুর পর 200 প্রাচীন পান্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। পেত্রার্কের অনবদ্য সংগ্রহের মধ্যে ছিল ভার্জিল, সিসেরো, লিভি প্রমুখ।

প্রাচীন সভ্যতার আলোকে

বর্তমানে নিজেদের কেন্দ্র সম্পূর্ণকে আলোকিত ও সংগঠিত করে পেত্রার্ক গ্রীক ভাষা-শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন এবং হোমারের রচনার অনুবাদও করতে সক্ষম হন। বস্তুত পেত্রার্ক, দান্তে, বোকাচ্চিও জ্ঞান-চর্চার ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে এক জ্ঞানচর্চার পরিবেশ গড়ে ওঠে। Peter Burke তাঁর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন যে, ফ্লোরেন্স কেন্দ্রীক মানবতাবাদী আদর্শ ও জ্ঞান ধারনা ষোড়শ শতক নাগাদ উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতএব মানবতাবাদের প্রভাবে সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা, কলাচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে

এমনকি আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রভাবিত হয়েছিল।

Stephens. Lee দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টান মানবতাবাদীদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান নৈতিকতার বিষয়টির উপর অত্যন্ত বেশি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করায় ক্যাথলিক পোপতন্ত্রের দুর্নীতি, স্বচ্ছ ও অযৌক্তিক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাধারন মানুষ বিশেষ ভাবে অবগত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টান মানবতাবাদীদের যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি সংস্কার পন্থী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই মনোভাবেরই ফলশ্রুতি ছিল মার্টিন লুথারের উত্থান।)

ফ্রান্সেসকো গিকারদিনি তাঁর, "History of Italy" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে,
② ইউরোপে মানবতাবাদের চেতনা মানুষের জীবন-বোধকে এতটাই পরিবর্তন করেছিল যে, মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ গভীর ভাবে দানা বেঁধে উঠে। মানবতাবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলি তাঁর "The Prince" ও "The Discourses" গ্রন্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজকীয় রাষ্ট্র শাসনের চেয়ে প্রজাতন্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। "The Prince" এ শাসককে ম্যাকিয়াভেলি যেসব পরামর্শ দিয়েছিলেন তা প্রধানত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলি

Scanned by CamScanner

এরূপ বক্তব্য স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপের এক নতুন জীবন বোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

মানবতাবাদী চিন্তাধারার আলোতে, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের ন্যায় রেনেসাঁস, চিত্রাঙ্কনে ও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। মানবতাবাদের রূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ মানবতাবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন চিত্রশিল্পীরা চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে গিয়র্জ ও ভাসারি লিখেছেন, সেকালে গুণী শিল্পীরা এ জগতে বাস্তব উপাদান গুলির বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানে ও অনুকরণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। দেখা যায় সে কালের ছবি বা মূর্তি গুলি দেখতে দেখতে মুগ্ধ দর্শকেরা খুব সুন্দর, অসাধারণ, যেন জীবন্ত ইত্যাদি বিশেষণের সাথে প্রায় জুড়ে দিতেন। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে, চিত্র শিল্পের মধ্যে দিয়েও মানবতাবাদী আদর্শ মানুষ উদ্ভাসিত হয়েছিল।

মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে রেনেসাঁস কালে যে সমস্ত চিত্র শিল্পী চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লিও-নার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রমুখ। লিও-নার্দো-দ্য-ভিঞ্চি The Last Supper চিত্রাঙ্কনে যে ভয়, বিস্ময়, কৌতুহল, ঘৃণা, রাগ, প্রতিহিংসা, আত্মসমালোচনা ইত্যাদি নানা

Scanned by CamScanner

The Last Supper

অভিব্যক্তির বিচিত্র সমাহার ঘটিয়েছিলেন, তা মানবতাবাদী চেতনাবোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 'Monalisa' ছবির মাধ্যমে লিও-নার্দো-দা-ভিঞ্চি মানুষের সুন্দর রমনীর প্রতি মায়া বিস্ময়, মুগ্ধতা, প্রেম, প্রীতি, ভয়, অস্থিরতা, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

চিত্রশিল্পী রাফায়েল The School of Athens', 'Galatea', Transfiguration ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে কাল্পনিক ভগবানকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন, তা মানুষের মানবতাবাদী চেতনা বোধকে আরও বেশি তরান্বিত করেছিল। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো Bacchus, David, The last Judgement, Pieta ছবির মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে পরাক্রমশালী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, তা মানুষের মানবতাবাদী চিন্তা ভাবনাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। শোনা যায় এ ছবি দেখে কেঁপে উঠেছিলেন পোপ পল। বলেছিলেন যে, তাঁর শেষ বিচারের দিন প্রভু যেন পাপের জন্য তাকে সাজা না দেন। অর্থাৎ এই ছবিটি পুন্য ও পাপী সকলকে আতঙ্কিত করেছিল।

সুতরাং উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানবতাবাদী চিন্তাবোধ মানবতা-বাদীদের কর্ম দ্বারা মানুষের জগৎকে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। আর এই মানবতাবাদী চিন্তাবোধ যে সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে অন্যতম বিষয় বা প্রক্রিয়া ছিল চিত্রশিল্প।

Scanned by CamScanner

(৩) হিউ গেনটস কারা ঃ— [৫]

ফ্রান্সে যেসব র‍্যাডিক্যাল ক্যালভিন পন্থীরা ছিলেন তাদের মধ্যে একটা অংশ হিউগেনটস নামে পরিচিত ছিল। বস্তুত ষোড়শ শতকে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র বিরোধী যেসব বহু মতবাদ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল র‍্যাডিক্যাল ক্যালভিন পন্থী বা হিউ গেনটস। যারা মানুষকে সমাজকে রাজকীয় ক্ষমতার উৎস বলে মনে করত।

ফ্রান্সিস হটম্যানের 'ফ্রাঙ্কো গ্যালিয়া' এবং 'ভিনডিসিয়া কন্ট্রা টিরেনাস' গ্রন্থ দুয়ের মধ্যে দিয়েই হিউ গেনটসদের সম্পর্কে জানা যায়। একদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধী হিউ গেনটসদের বক্তব্য ছিল ফ্রান্সের রাজতন্ত্র যেহেতু গোড়াতে ছিল নির্বাচন মূলক সেহেতু বিভিন্ন প্রসঙ্গের রাজারা সেই অভিষেক প্রতিজ্ঞাতেই আবদ্ধ এবং তাদের বংশানুক্রমিক কোনো অধিকার নেই। রাজার নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচকদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যেত না। রাজাকে অপসারণ করার ক্ষমতা ও দেশের জনগণ তথা হাতে ছিল।

মর্নের ভিনডিসিয়া গ্রন্থ থেকেও হিউ গেনটস দের সম্পর্কেও জানা যায়। জানা যায় হিউ গেনটসরা মূলত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে উচ্ছেদ করে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে একেবারে প্রজাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ~~রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে~~

শাসন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেন। এছাড়া হিউগেনো লেখক থিওডোর বেজার তাঁর, "The Right of Magistrates" রচনায় বলেন যে, স্বৈরাচারী তন্ত্রের হাত থেকেই মুক্তি পাওয়ার জন্য মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মর্নের Defance আরও [illegible] স্পষ্ট ভাবে বিচার করে বলেছেন যে, রাজা যদি আমাদের প্রতি অবিচার করে, তার প্রতিকারের সম্পূর্ণ অধিকার পার্লামেন্টের আছে — এটাই কর্তব্য।

সুতরাং বলা যায় যে, ফ্রান্সে ষোড়শ শতকে একচেটিয়া রাজতন্ত্রের বিরোধী ফরাসি প্রোটেস্টান্ট বা হিউগেনটরা তাদের বক্তব্য তথা জনগনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

(৬) উগ্রবাদী ধর্মসংস্কার ও ইংল্যান্ড :—

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যুগে প্রথম জীবনে লুথারের অন্যতম সহযোগী কার্লস্টাড নামক জনৈক প্রোটেস্টান্ট নেতা লুথারের মধ্যপন্থাকে ত্যাগ করে সমাজের নিম্ন, দরিদ্র শ্রেনীর মানুষদের নিয়ে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, তা উগ্রবাদী ধর্মসংস্কার নামে পরিচিত। এই উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকগণ বয়স্ক শিশুর 'ব্যাপটিজম' বা দীক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করায় তারা 'অ্যানাব্যাপটিস্ট' নামে পরিচিত।

উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের চিন্তাধারা অনেক মধ্যপন্থী লুথারবাদের সীমানা অতিক্রম

Scanned by CamScanner

করে বৈপ্লবিক রূপ ধারন করেছিল। লুথার উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের অবাস্তুকর 'জ্বিকাউ' ধর্মগুরু বলে সম্বোধন করায় তারা প্রচন্ড ভাবে লুথার বিরোধী হয়ে ওঠেন; ক্যাথোলিক ও লুথার পন্থি উভয়ই চার্চকেই দুর্নীতিগ্রস্থ বলে মনে করে আক্রমনের লক্ষ্য বস্তু করে। মার্টিন লুথার ক্যাথোলিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করলেও খ্রীষ্ট দীক্ষা Baptism অনুষ্ঠানটির বিরুদ্ধাচারন করেননি। কিন্তু লুথার বাদীদের মধ্যে কিছু ধর্ম সংস্কারেরা Baptism এর বিরোধীতা করে উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের পরিচয় দেন।

উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের বক্তব্য ছিল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নর নারীর আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নেওয়া উচিত। অবোধ শিশুর ব্যাপটিজম অনুষ্ঠান একেবারেই যুক্তিহীন। ওদের দৃষ্টিতে চার্চ ছিল একটি প্রাপ্ত বয়স্ক সচেতন মানুষের পবিত্র সংগঠন। এখানে একমাত্র Adult Baptism ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্থান ছিল নিতান্তই গৌন। এই আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা টমাস মুনজের 'Protestation' নামক এক আত্মঘাতিক লুথার বিরোধী গ্রন্থ রচনা করে উগ্রবাদী সংস্কারের মূল বক্তব্য সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরেন।

1524 খ্রীঃ নাগাদ 'sermons

before the Princes' নামক পুস্তিকায় মুঞ্জের যে উগ্রবাদী তথা বিপ্লবিক ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা ছিল আবার অনুষ্ঠান বর্জিত। এই ধর্মসংস্কারকদের ধর্মাদর্শ শুধুমাত্র পারলৌকিক মুক্তির আদর্শ ছিল না, তা ছিল প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির পথ। 'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবাই সমান' — এটাই ছিল উগ্রবাদী ধর্মমতের অন্যতম স্লোগান। ধর্ম তথা ধর্মীয় সংগঠনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধী ছিলেন এই উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকগণ। বস্তুত এরাই প্রথম স্বাধীনতার স্বপক্ষে জোরালো প্রচার চালিয়েছিলেন।

উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারের মূল বক্তব্য ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের ধার্মিকতা হল যীশু খ্রীষ্টের মতো দরিদ্র ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং কোনো ভাবেই শোষক শ্রেণীর সঙ্গে হাত না মেলানো। এই উগ্রবাদী সংস্কারেরা রাজকীয় স্বতন্ত্র বিরোধী মতাদর্শ সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই সংস্কারকদের আন্দোলন পোপ তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব অস্বীকার করে, জাতীয় চার্চ ও চার্চের একমাত্র প্রধান রূপে রাষ্ট্রনায়কের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। এর ফলে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়েছিল।

ভ্যান হাটেন ও মুঞ্জের প্রমুখ নেতারা স্বৈরাচারী সম্রাটের মদতে অত্যাচারী ও ভূস্বামীদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করতে যেভাবে

Scanned by CamScanner

বিদ্রোহ ঘোষনা করেন, তা রাষ্ট্র শক্তিকে ভাবাতে সক্ষম হয়েছিল। মুন্তেৎসর বলেন যে, প্রতিষ্ঠান বিহীন ব্যক্তি কেন্দ্রীক ~~এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য~~ রাজশক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ন হওয়া সৎ ধর্মীদের পবিত্র ~~ধর্মীয় জীবন~~ কর্তব্য। উগ্রবাদী সংস্কারক গ্রেবেল ও তার সহযোগীরা যাজক রাষ্ট্র প্রীতির সমালোচনা করে বলেন যে, প্রয়োজনে মানুষকে রাষ্ট্র শক্তিকে উপেক্ষা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চরম প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তারও শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সংস্কারক নেদারল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য শহরে গিয়েও রক্ষা না পাওয়ায় অনেকে আমেরিকায় চলে যায় এবং তাদের অবশিষ্ট গোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে তাদের আন্দোলনে ইউরোপের শোষিত সমাজকে যে অনেকটাই শোষন মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল তা অনস্বীকার্য। তাই এ. জে. ফিলিপস বলেছেন যে, 'এরা ছিল সেই সময়ের বলশেভিক'।

সুতরাং বলা যায় যে, উগ্রবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তাদের কার্যকলাপ জনমনে রাজকীয় ঈশ্বরতন্ত্র বিরোধী মতাদর্শ

গড়ে তুলেছিল। এর ফলে ইংল্যান্ড সহ বহুরাষ্ট্রে উদার নীতিবাদের জন্ম হয় এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রথম প্রকাশ হয়। কুইন্টেন স্কিনার এর মতে, উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের কার্যকলাপ পরবর্তী কালের সাম্যবাদী বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করে।

End.

মার্টিন লুথার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন :—

রেনেসাঁস যুগে ষোড়শ শতকীতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে ইউরোপের অধিকাংশ জাতি রোমের চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ব্যবস্থা গ্রহন করে, তা ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। বস্তুত এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ছিল খ্রীষ্টান জগতের নৈতিক জীবনের পুনঃগঠন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে পোপতন্ত্রের প্রাধান্যের দাবি অস্বীকার করা। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তথা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানীতে প্রসারিত হয়। আর জার্মানির ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন তিনি হলেন মার্টিন লুথার। তার নেতৃত্বে জার্মানীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন এক নতুন রূপ পায়।

Scanned by CamScanner

ত্রয়োদশ শতকী থেকে চার্চের নৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় প্রভাব ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। পোপ ও যাজকেরা বিলাস বহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। চার্চের দুর্নীতির কথা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। তাছাড়া এই সময় চার্চের কাছে অনেক টাকা ধর্মকর হিসাবে জমা পড়েছিল। চার্চ অনেক নতুন কর বসিয়েছিলেন। যা ইউরোপের শাসকেরা মেনে নিতে পারেনি। নবজাগরণের আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রভাবে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন, যুক্তিবাদের অভ্যুদয় ও মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ফরাসি, জার্মানী, গ্রিক প্রভৃতি নানা ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়। বিশেষ করে 1516 সালে ইরাসমাস নিউটেস্টামেন্ট প্রকাশ করেন এবং তাটি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম আসলে কী, সাধারণ মানুষ এগুলি জানতে পেরেছিল। এর ফলে ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

মার্টিন লুথার উইলিয়াম ওকার্মের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা Nominalism নামে পরিচিত ছিল। নমিনালিজমরা বিশ্বাস করত যে, বিশ্বাসই মানুষের মুক্তি আনবে। সুতরাং জ্ঞান এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য গভীর আগ্রহের সঙ্গে শাস্ত্র পড়তে হবে। আর সেই জন্য বিভিন্ন

Scanned by CamScanner

মানুষের বোধগম্য ভাষায় বাইবেল রচিত হওয়া উচিত। লুথার নমিনালিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি এটাকে অনুসরণ করেননি।

লুথারের যুগে "Indulgence" সংক্রান্ত পোপতান্ত্রিক বিধান ছিল। Indulgence জীবিত এবং মৃত উভয় মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ Indulgence বা মার্জনাপত্র বিক্রয়ের অর্থ শুধুমাত্র পোপ বা যাজকেরা তাদের বিশাল আয়ের অন্যতম উপায় হিসাবে দেখেছিল। পোপতন্ত্রের এই দাবীকে নাকচ করার জন্য মার্টিন লুথার 1517 সালে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় 95 টি থিসিস বা প্রশ্নসম্বলিত একটি দলিল রচনা করে পোপকে জবাব দেওয়ার জন্য টাঙিয়ে দেন। এটি ছিল পোপের ধর্মীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লুথারের বক্তব্যে বহু শিক্ষিত সচেতন মানুষ তার অনুগামী হয়ে ওঠে, যা যাজক শ্রেণীর মধ্যে চরম বিতর্কের সূত্রপাত করে।

বস্তুত লুথার 95 থিসিসের মাধ্যমে একদিকে পোপতন্ত্রের কুকীর্তি ও অনাচার জনসমক্ষে এনে তা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে বাইবেলের প্রকৃত ধর্মীয় জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। লুথার 95 থিসিসে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ

Scanned by CamScanner

প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই। বলেছেন মানুষ নিজেই নিজের পুরোহিত। অতএব মানুষকে কোনো বিশেষ কারনে পরলোকের যন্ত্রনা ভোগ করানোর ক্ষমতা পোপের নেই। তাঁর মতে কেবলমাত্র বিশ্বাসের পথ অনুসরন করেই খ্রীষ্টের বানীর মাধ্যমে মানুষ চিরশান্তি লাভ করতে পারে এবং পাপের জন্য ক্ষমাও পেতে পারে। এটাই ছিল Indulgence-এর বিরুদ্ধে লুথারের বক্তব্যের মূল কথা।

মার্টিন লুথার তাঁর "open letter to the christian nobility of the German Nation" নামক চিঠিতে পোপের ক্ষমতাকে আঘাত করেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, পোপ, ধর্মযাজক ও সাধারন মানুষের মধ্যে কোনো তফাত নেই। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রে যা আছে লোকে তাই মানবে। পোপের আদেশ মানবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, লুথার ধর্মশাস্ত্রকে তথা বাইবেলকে সবার উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন।

লুথারের বক্তব্যের সঙ্গে ক্যাথোলিকদের মিল না হওয়ার ফলে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সাধারন মানুষ বিক্ষোভ করে প্রোটেস্ট্যান্ট বা লুথারের মতবাদের দ্বারা আকর্ষিত হলেও সম্রাট পঞ্চম চার্লস

Scanned by CamScanner

মোটেই আকর্ষিত হননি। ১৫২১ খ্রীঃ ওয়ার্মসের ধর্মসভায় পঞ্চম চার্লস লুথারের তত্ত্ব মানতে অস্বীকার করেন। তিনি লুথারকে নির্বাসন দন্ড দেন এবং তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবাধ যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

সুতরাং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিশেষে বলা যায় যে, ষোড়শ শতকে জার্মানীতে একজন দুঃসাহসী ধর্মসংস্কারক হিসাবে মার্টিন লুথারের অবদানকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। হয়তো সবক্ষেত্রে লুথারিয়ান মতবাদ জনপ্রিয় হয়নি ঠিকই কিন্তু তবুও বলা যায় যে, জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাফল্যের পশ্চাতে মার্টিন লুথারের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। যা সমকালীন ও পরবর্তীযুগে ইউরোপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

Scanned by CamScanner

CC-8

মার্টিন লুথারের 95 থিসিস:-

পোপতন্ত্রের যাবতীয় অত্যাচার, দুর্নীতি এবং আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। আর এদেশে পোপ কর্তৃক প্রবর্তিত Indulgence বা 'মার্জনা' পত্রের বিরুদ্ধে 95 থিসিস প্রয়োগের মাধ্যমেই মার্টিন লুথার পোপতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম সরব হয়েছিলেন।

লুথারের যুগে 'Indulgence' সংক্রান্ত পোপতান্ত্রিক বিধান ছিল এই যে, Indulgence জীবিত এবং মৃত উভয় মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ Indulgence বা ক্ষমা পত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ সর্বসমাজ পোপ বা যাজকেরা তাদের বিশাল আয়ের অন্যতম উপায় হিসাবে দেখেছিল। পোপতন্ত্রের এই দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য মার্টিন লুথার 1517 সালে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় 95 টি থিসিস বা প্রশ্নসম্বলিত একটি দলিল পোপকে জবাব দেওয়ার জন্য টানিয়ে দেন। বস্তুত 95 থিসিস ছিল পোপের স্বর্গীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লুথারের বক্তব্য বহু শিক্ষিত

সচেতন মানুষও তাঁর অনুগামী হয়ে উঠে ছিল; যা যাজক শ্রেণীর মধ্যে চরম বিতর্কের সূত্রপাত করে।

বস্তুত লুথার 95 থিসিসের মাধ্যমে একদিকে পোপতন্ত্রের কুকীর্তি ও অনাচার জন সম্মুখে এনে তা বন্ধ করতে চেয়েছিল। আবার অন্যদিকে সাধারন মানুষকে বাইবেলের প্রকৃত খ্রীষ্ট জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছিলেন। লুথার 95 থিসিসে স্পষ্টভাবে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পুরোহিত। অতএব মানুষকে কোনো বিশেষ কারনে পরলোকের যন্ত্রনা ভোগ করানোর কোনো ক্ষমতা পোপের নেই। তার মতে কেবলমাত্র বিশ্বাসের পথ অনুসরন করে খ্রীষ্টের বানীর মাধ্যমে মানুষ চিরশান্তি লাভ করতে পারে, আবার পাপের জন্য ক্ষমাও পেতে পারে। এটাই Indulgence-এর বিরুদ্ধে লুথারের বক্তব্যের সারমর্ম। যা '95 Thesis against Indulgence' নামে পরিচিত।

সুতরাং বলা যায় যে, মার্টিন

Scanned by CamScanner

লুথার যেভাবে দুঃসাহসিকতার সাথে ৯৫ থিসিস প্রয়োগ করে পোপ তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, তার ফলে পোপতন্ত্রের অনাচার যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং খ্রীষ্ট জগতে ভ্রাতৃত্ব অবাধ হয়ে ওঠে।

End

CC-8

অ্যানাব্যাপটিস্টদের কার্যাবলী :—

ইউরোপের প্রতিবাদমূলক ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে অ্যানাব্যাপটিস্টদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত। ইউরোপে অবোধ শিশুর ব্যাপটিজম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রী. ধর্মে দিক্ষিত হওয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধর্ম সংস্কারকরা উগ্রভাবে প্রতিবাদ করেন, তারাই "অ্যানাব্যাপটিস্ট" নামে পরিচিত হন এবং তাদের প্রচলিত আন্দোলন "অ্যানাব্যাপটিজম আন্দোলন" নামে পরিচিত হয়।

অ্যানাব্যাপটিস্টদের বক্তব্য ছিল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর আনুষ্ঠানিকভাবে দিক্ষা দেওয়া উচিৎ। অবোধ শিশুর ব্যাপটিজম অনুষ্ঠান একেবারে যুক্তিহীন। এদের দৃষ্টিতে চার্চ ছিল একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ও সচেতন মানুষের স্বতন্ত্র সংগঠন। এখানে একমাত্র Adult Baptism জাতীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিলো নিতান্তই গৌন। অ্যানাব্যাপটিস্টদের ধর্মাদর্শ শুধুমাত্র পারলৌকিক মুক্তির আদর্শ ছিল না, তা ছিল জাগতিক জীবনের অবস্থার শোষণ থেকে মুক্তির পথ। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবাই ছিল সমান — এটাই ছিল অ্যানাব্যাপটিস্টদের অন্যতম শ্লোগান।

অ্যানাব্যাপটিস্ট তথা উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকদের বক্তব্য হল খ্রীষ্টান হওয়ার সার্থকতা হল যীশু খ্রীষ্টের মতো গরিব ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো। কোনোমতেই শাসকশ্রেণীদের সাথে হাত না মেলানো। অধ্যাপক এলটনের মতে অ্যানাব্যাপটিস্টরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং সে কোনো ধরনের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় বিরোধী হওয়ায় তাদেরকে চরম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সুতরাং বলা যায় প্রচলিত ব্যাপটিজম-এর বিরোধী হলেও অ্যানাব্যাপটিস্টরা যেকোনো ধর্মীয় প্রতিবাদের ব্যাপক বিরোধিতা করায় নিম্নশ্রেণীর উন্নতি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল এবং ষোড়শ শতকের শেষের দিকে অ্যানাব্যাপটিস্টদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner